সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৪৮
WEEKLY BOOKLET:248

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট

জান্নাতের

ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

স্বপ্নে কি জান্নাত দেখতে পারে? ৬
জ্বীনেরাও কি জান্নাতে যাবে? ১২
পৃথিবীর জান্নাতী মহিলারা উত্তম না হুরেরা? ১৯
জান্নাতী দানা যুক্ত গাছ ২৭

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ
এর বাণী সমূহের লিখিত পুষ্পধারা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট করা প্রশ্নাবলী ও এর উত্তর সম্বলিত

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট জান্নাতের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

জা'নশিনে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: **হে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই "আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট জান্নাতের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো নেক আমল করার ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করে বিনা হিসেবে মাগফিরাত দ্বারা ধন্য করে দাও এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে **তোমার শেষ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাওলা মুশকিল কোশা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর বাণী

আল্লাহ পাক জান্নাতে একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, যার ফল আপেলের চেয়ে বড়, আনারের চেয়ে ছোট, মাখনের চেয়ে নরম, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং মুশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধযুক্ত। এই বৃক্ষের ডালপালা সতেজ মুক্তার, কান্ড স্বর্ণের এবং পাতা যবরজদ (অর্থাৎ মূল্যবান পাথর) এর। لَا يَاْكُلُ مِنْهَا اِلَّا مَنْ اَكْثَرَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلٰى مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এই বৃক্ষের ফল শুধু

www.dawateislami.net

তারাই খেতে পারবে, যারা **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদে পাঠ পাঠ করবে।

(আল হাভী লিল ফাতাওয়া, ২/৪৮)

প্রশ্নঃ জান্নাত কাকে বলে? বিস্তারিত জানিয়ে দিন।

(স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তরঃ জান্নাতের শাব্দিক অর্থ হলো "বাগান"। আমাদের আকীদায় যা "জান্নাত" তা **আল্লাহ পাকের** নেয়ামতের অনেক বড় স্থান। যাতে এমন অসংখ্য নেয়ামত রয়েছে, যা না কোন চোখে দেখেছে আর না কোন কানে এ ব্যাপারে শুনেছে। **(বুখারী, ২/৩৯১, হাদীস ৩২৪৪)** ☆ জান্নাত শুধুমাত্র ঐসকল মানুষেরই নসীব হবে, যারা দুনিয়া থেকে ঈমানের সহিত বিদায় নিবে। ☆ জ্বিনদের মধ্যে যদিও মুসলমান হয় কিন্তু জান্নাত নেয়ামত হিসেবে শুধুমাত্র হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সন্তানদের জন্য হবে। ☆ জান্নাতে প্রবেশকারীকে কখনোই সেখান থেকে বের করা হবে না।[১] **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/১৫)**

---

১. ১৪তম পারা সূরা হাজরের ৪৮ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: (لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّ مَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴿۴۸﴾) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** না তাদেরকে সেটার মধ্যে কোন কষ্ট স্পর্শ করবে, না তাদেরকে তা থেকে বহিষ্কার করা হবে।

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ জান্নাতের ব্যাপারে কি আকীদা হওয়া উচিৎ? তাছাড়া জান্নাত অস্বীকার করা কেমন?

উত্তরঃ জান্নাতের উপর ঈমান আনয়ন করা ফরয, যদি কেউ জান্নাতকে অস্বীকার করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আমরা হলাম না দেখে অদৃশ্যের উপর ঈমান আনয়নকারী, কুরআনে পাকে রয়েছে:

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ না দেখে ঈমান আনে।

জান্নাতও অদৃশ্য আর **আল্লাহ পাক** তো অদৃশ্যেরও অদৃশ্য, আমরা **তাঁর** প্রতি ঈমান এনেছি। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/১৪৯) মনে রাখবেন! জান্নাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা দ্বীনের মৌলিক বিষয়াবলীর অন্তর্ভূক্ত। যদি কেউ বলে যে, "জান্নাত বলতে কিছুই নেই, এগুলো অসাড় কল্পনার বিষয়" তবে সে কাফের হয়ে যাবে আর যদি সে মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তবে সর্বদা দোযখে থাকবে। নামায, রোযা এবং অন্যান্য নেক আমল তার কোন কাজে আসবে না। **আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমরা গুনাহগারদের বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশাধিকার নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/১৫)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ জান্নাত কি আসমানের উপর?

(মুহাম্মদ হামিদ আত্তারী, ইস্তাম্বুল)

উত্তরঃ জান্নাত সপ্তম আসমানেরও উপরে এবং জাহান্নাম সাত জমিনের নিচে অবস্থিত। (শরহে আকায়িদিন নাসফিয়া মাআ হাশিয়া জমউল ফারায়িদ বানারাতি শরহে আকায়িদ, ২৪৬ পৃষ্ঠা) জান্নাত অনেক উঁচুতে আর জাহান্নাম অনেক নিচে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিচে নামা থেকে রক্ষা করো এবং উপরে উঠা নসীব করো, যাতে আমরা জান্নাতে গিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম জড়িয়ে ধরতে পারি। জান্নাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলে তবে اِنْ شَآءَ الله সবকিছুই পেয়ে যাবো। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/৪৫৬)

প্রশ্নঃ জান্নাত ও এর নেয়ামত কিরূপ হবে?[১]

উত্তরঃ হাদীসে মুবারাকায় আমাদেরকে বুঝানোর জন্য জান্নাতের বিভিন্ন উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা তো এটাই যে, যখন জান্নাত দেখবো তখনই জানতে পারবো,

১. এই প্রশ্নটি আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগের পক্ষ থেকে করা হয়েছে আর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাতই প্রদান করেন।

www.dawateislami.net

কেননা জান্নাতের নেয়ামতের ব্যাপারে এটাও বর্ণিত আছে যে, না কোন চোখে তা দেখেছে, না কোন কানে শুনেছে আর না কারো অন্তরে এর খেয়াল এসেছে।[১] (মুসলিম, ১১২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭১৩২) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২৪৮তম পর্ব, ১৪ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ যেমনিভাবে দুনিয়াবী জীবনে ১২ মাস পাওয়া যায় তবে কি আখিরাতে অর্থাৎ জান্নাতের জীবনেও এই মাসগুলো পাওয়া যাবে? (অভিনেতা আহসান খান)

উত্তরঃ আখিরাতে দুনিয়ার মতো ব্যবস্থা নেই। দুনিয়ায় তো গরম, শীত, মাস, সপ্তাহ, দিন ও রাত রয়েছে, (কিন্তু) সেখানে এগুলো থাকবে না। জান্নাতে সর্বদা বসন্ত মৌসুম থাকবে, দুনিয়ায় যেভাবে সুবহে সাদিকের সময় আসমান হয়ে থাকে তেমনই পরিবেশে জান্নাতে হবে। (তাফসীরে কুরতুবী, ২৯ পারা, আদ দাহর, ১৩ নং আয়াতের পাদটীকা, ১০/১০০) সেখানে মাছি, মশা, অন্ধকার, বেদনা এবং দূর্গন্ধ ইত্যাদির ন্যায় কোন কিছুই থাকবে না। সেখানে তো শুধু খুশি আর খুশিই থাকবে। জান্নাতীদের যেই জিনিসেরই আকাঙ্ক্ষা হবে তা সে পেয়ে

---

১. সদরুশ শরীয়া মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যেই উদাহরণ এর (জান্নাতের) সংজ্ঞায় দেয়া হয়, তা বুঝানোর জন্যই দেয়া হয়, অন্যথায় দুনিয়ার উন্নত থেকে উন্নত তর বস্তুও জান্নাতের কোন কিছুর সাথে সামঞ্জস্য নেই। (বাহারে শরীয়ত, ১/১৫২, ১ম অংশ)

www.dawateislami.net

যাবে। জান্নাতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার হবে। এতটুকুই নয় জান্নাতে জান্নাতী লোকেরা সবচেয়ে বড় যে নেয়ামত পাবে, তা হলো **আল্লাহ পাকের** দীদার হবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২৩৪ম পর্ব, ১ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ কোন মানুষ কি স্বপ্নে জান্নাত দেখতে পারে?

উত্তরঃ জ্বি হ্যাঁ! অবশ্যই দেখতে পারে, এতে সমস্যা কি? তবে এটা নির্ধারণ করা কঠিন যে, স্বপ্নদ্রষ্টা যা দেখেছে তা জান্নাতই ছিলো? হয়তো স্বপ্নদ্রষ্টা কোন উত্তম ও সুন্দর বাগান দেখেছে আর অন্তরে খেয়াল সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, আমি এখন জান্নাতে রয়েছি। আসলে আমরা জান্নাত তখনই দেখবো যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে পেছনে اِنْ شَآءَ الله জান্নাতে প্রবেশ করবো, কেননা আমরা হলাম **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র আর জান্নাতও **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র।

যাইহোক বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এরূপ ঘটনাবলী রয়েছে, যাতে তাঁরা জান্নাতী হুর ইত্যাদি অবলোকন করেছেন। এভাবে জান্নাতে যাওয়ার স্বপ্ন কিতাবে লিখা রয়েছে, কিন্তু স্বপ্ন আমাদের জন্য দলীল নয়। আসলে যেই মনিষী জান্নাত এবং হুর স্বচক্ষে দেখেছেন **তিনি** হলেন আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই,

www.dawateislami.net

কেননা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজের রাতে জান্নাতে ভ্রমন করেছেন। **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যতীত অন্য কেউ স্বপ্নে কিছু দেখলে তবে সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে, সে স্বচক্ষে জান্নাতই দেখেছে। এখানে তো জ্ঞানও জান্নাতের অনুমান করতে পারবে না যে, জান্নাত কি জিনিস? আর তা কত উত্তম স্থান? কেননা আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ আর **আল্লাহ পাকের হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক জ্ঞান স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলো, স্বয়ংসম্পূর্ণ আছে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/১৪৮)

প্রশ্নঃ হযরত হুদ عَلَيْهِ السَّلَام এর যুগে "শাদ্দাদ" যেই জান্নাত বানিয়েছিলো, সেই ঘটনা বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ আ'দ জাতির পূর্বপুরুষ ছিলো আ'দ বিন আউস বিন আরাম বিন সাম বিন নূহ। এই "আ'দ" এর ছেলেদের মধ্যে "শাদ্দাদ"ও ছিলো। সে খুবই শান শওকত সমৃদ্ধ বাদশাহ ছিলো। সে তার যুগের সকল বাদশাহদের নিজের পতাকা তলে জড়ো করে সবাইকে নিজের অনুগত বানিয়ে নিয়েছিলো। সে পয়গম্বরদের মুখে জান্নাতের আলোচনা শুনে অবাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে দুনিয়াতেই একটি জান্নাত বানাতে চাইলো এবং এই আকাঙ্ক্ষায় একটি অনেক বড় শহর

www.dawateislami.net

বানালো, যার প্রাসাদগুলো স্বর্ণ ও রূপার ইট দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছিলো এবং পান্না ও পদ্মরাগ মণির স্তম্ভ সেই প্রাসাদে লাগানো হয়েছিলো আর এমনিভাবে মেঝে বানানো হয়েছে। পাথরের জায়গায় সাদা মুক্তো বিছানো হয়েছিলো। প্রতিটি প্রাসাদের চারিদিকে মণি-মুক্তা দ্বারা খাল প্রবাহিত করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ সৌন্দর্য ও ছায়ার জন্য লাগানো হয়েছে। মোটকথা ঐ অবাধ্য নিজের ধারণা অনুযায়ী জান্নাতের সকল জিনিস এবং সব ধরনের আরাম আয়েশের সরঞ্জাম এই শহরে জড়ো করে দিয়েছে। যখন এই শহর পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তখন শাদ্দাদ বাদশাহ তার সম্রাজ্যের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে সেই দিকে যাত্রা করলো। যখন এক মঞ্জিল দূরত্ব বাকী ছিলো তখন আসমান থেকে এক ভয়ঙ্কর আওয়াজ আসলো, যার ফলে **আল্লাহ পাক** শাদ্দাদ ও তার সকল সাথীদের ধ্বংস করে দিলেন এবং সে নিজের নির্মিত জান্নাত দেখতেও পারলো না। (তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, ১০৭৭ পৃষ্ঠা, পারা ৩০, সূরা ফজর, ৮নং আয়াতের পাদটিকা) **আল্লাহ! আল্লাহ!** কিরূপ শিক্ষণীয়! (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৫/৩১৩)

প্রশ্নঃ ৫ যখন আমরা سُبْحٰنَ الله! বলি তখন জান্নাতে কোন বৃক্ষটি লাগানো হয়?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ হাদীসে পাকে রয়েছে যে, জান্নাতে খেজুরের বৃক্ষ লাগানো হয়ে থাকে। (ইবনে মাজাহ, ৪/২৫২, হাদীস ৩৮০৭) তা কেমন খেজুর হবে? বৃক্ষ কেমন হবে? তা তো জান্নাতে গিয়েই দেখবো। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/২৯৪)

প্রশ্নঃ দোয়ায় জান্নাত কামনা করা এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার গুরুত্ব কি?

উত্তরঃ **আল্লাহ পাকের** নিকট জান্নাত কামনা করা এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা সুন্নাতে মুবারাকা, যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি দোয়ায় এই বাক্যও রয়েছে: "وَاَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَّ عَمَلٍ وَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَّ عَمَلٍ অর্থাৎ হে **আল্লাহ**! আমি তোমার নিকট জান্নাত ও জান্নাতের নৈকট্যকারী আমলের প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম ও জাহান্নামের নৈকট্যকারী আমল থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" অতএব আমাদেরও উচিৎ যে, প্রতিদিন কমপক্ষে তিনবার **আল্লাহ পাকের** নিকট জান্নাতে প্রবেশ এবং দোযখ থেকে বাঁচার দোয়া প্রার্থনা করে নিন। **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ**

www.dawateislami.net

পাকের নিকট তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করে তখন জান্নাত বলে: "হে **আল্লাহ পাক**! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।" আর যে তিনবার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে জাহান্নাম বলে: "হে **আল্লাহ পাক**! তাকে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় দান করো।" (তিরমিযী, ৪/২৫৭, হাদীস ২৫৮১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন যে, জান্নাত চাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার দোয়া আরবীতেই বলা জরুরী নয়, নিজের মাতৃভাষায় এই দোয়া প্রতিদিন তিনবার করে নিলে তবে اِنْ شَآءَ الله বর্ণনাকৃত ফযীলত অর্জিত হয়ে যাবে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/১৩২)

প্রশ্ন: প্রত্যেক মুসলমান কি জান্নাতে যাবে?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মদ আহমদ, সিডনী অস্ট্রেলিয়া)

উত্তর: জ্বি হ্যাঁ! যার শেষ পরিণতি ঈমানের উপর হয়েছে, সে নিশ্চয় জান্নাতে যাবে, তবে কিছু গুনাহগারকে **আল্লাহ পাক তাঁর** অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিবেন আর কাউকে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের কারণে, কাউকে বুযুর্গদের শাফায়াতের কারণে ক্ষমা করে দিবেন আর কিছু গুনাহগার নিজের গুনাহের কারণে দোযখে যাবে এবং আযাব ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে।

www.dawateislami.net

সাবধান! এরূপ কখনোই বলবেন না যে, "যখন জান্নাতে যাবোই তবে যে কোন গুনাহ করে নিই সমস্যা নাই, সামান্য কিছু আযাব সহ্য করে নিবো!" মনে রাখবেন! এরূপ বলা ব্যক্তি সর্বদার জন্য জাহান্নামে থাকবে, কেননা সে **আল্লাহ পাকের** আযাবকে নগন্য মনে করে **তাঁর** অপমান করেছে, নিশ্চয় **আল্লাহ পাকের** আযাব খুবই ভয়ানক ও অসহনীয়, এর অনুমান এই হাদীসে পাক দ্বারা করুন যে, যদি জাহান্নামকে সুঁইয়ের ডগার সমান খুলে দেয়া হয় তবে দুনিয়ার সকল লোক এর গরম এবং দূর্গন্ধে মারা যাবে। (মু'জামু আওসাত, ২/৭৮, হাদীস ২৫৮৩) তাছাড়া জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে যা পান করানো হবে যদি তার একটি ফোঁটাও দুনিয়ায় ফেলা হয় তবে দুনিয়ার সকল ক্ষেত খামার, বাগান ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে যাবে। (তিরমিযী, ৪/২৬৩, হাদীস ২৫৯৪) ভাবুন তো! যখন জাহান্নাম কোটি কোটি মাইল দূরে হওয়ার পরও সুঁয়ের ডগার সমান খুলে দেয়াতে এরূপ ধ্বংসযজ্ঞ হয়ে যাবে আর মানুষ মারা যাবে তো যেই বান্দা এক মুহূর্তের জন্যও জাহান্নামে যাবে তার কি অবস্থা হবে? অতএব **আল্লাহ পাকের** আযাবকে স্বপ্নেও নগন্য মনে করা উচিৎ নয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/২৪০)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ জ্বীনেরাও কি জান্নাতে যাবে?

উত্তরঃ আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে জিজ্ঞাসা করা হলো: "**আরযঃ** হুযুর জান্নাতে কি জ্বীনেরা যাবে না? **তিনি বললেনঃ** একটি উক্তি এমনও রয়েছে যে, জান্নাতের আশেপাশের বাড়িতে থাকবে, জান্নাতে ভ্রমন করতে আসবে। (অতঃপর বলেন:) জান্নাত তো হলো আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর জায়গীর, যা তাঁর সন্তানদের মাঝে বন্টন করা হবে।" (আলা হযরতের বাণীসমগ্র, ৫৩৬ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ এক বাণী অনুসারে জ্বীনেরা জান্নাতে নয় বরং আশেপাশের বাড়িতে থাকবে আর জান্নাতে ঘুরতে আসবে। এছাড়া আরো অভিমত রয়েছে। একটি অভিমত হলো যে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না বরং জান্নাতের চারপাশে রাখবে, মানুষ তাদেরকে দেখবে কিন্তু তারা মানুষকে দেখবে না। এটাও বলা হয় যে, তারা "আ'রাফে" থাকবে। হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুমিন জ্বীনদের (অর্থাৎ মুসলমান জ্বীনদের) জন্য সাওয়াবও রয়েছে আর তাদের জন্য শাস্তিও রয়েছে। আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাদের সাওয়াবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন ইরশাদ করলেন: আ'রাফে থাকবে আর তারা

www.dawateislami.net

উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে জান্নাতে থাকবে না। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আ'রাফ কি? তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এটা হলো জান্নাতের দেয়াল, যাতে নদী প্রবাহিত রয়েছে এবং এতে বৃক্ষ ও ফল উদ্গীড়ন হয়। একটি অভিমত তাওয়াক্কুফের অর্থাৎ এব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করবে। (উমদাতুল ক্বারী, ১৫/২৫২,২৫৩। আল বা'সু ওয়ান নুশুর, ১০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৮। আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৪১৯)

প্রশ্ন: যদি মৃত ব্যক্তির ক্ষমা হয়ে যায় তবে কি তাকে তখনই জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে নাকি কিয়ামতের দিন প্রবেশ করানো হবে?

উত্তর: যদি মৃত ব্যক্তির ক্ষমা হয়ে যায় তবে তার কবরে জান্নাতের জানালা খুলে দেয়া হবে, যার মাধ্যমে সে তা উপভোগ করতে থাকবে। রীতিমতো জান্নাতে প্রবেশ তো কিয়ামতের দিন হবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/১২৬)

(মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহনকারী মুফতী সাহেব বলেন:) শহীদদের রূহসমূহ আরশের নিচে লণ্ঠুনে পাখিদের পেটের মধ্যে থাকে আর তাদের জান্নাতে আসা যাওয়ার অনুমতি থাকে। অনুরূপভাবে **আল্লাহ পাক** যাদের জন্য চান তবে তাদের রূহ জান্নাতে আসা যাওয়া করতে থাকে। (মুসলিম,

www.dawateislami.net

৮০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৮৮৫) বাকি রইলো জান্নাতে প্রবেশ, তবে তা কিয়ামতের দিনই হবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/১২৬) আর সর্বপ্রথম **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতে তাশরীফ নিয়ে যাবেন।

(দালায়িলুন নবুয়ত, ১/৩৩, হাদীস ২৭) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/২৮৬)

প্রশ্নঃ জান্নাতীদের জান্নাতে সর্বপ্রথম কোন খাবারটি দেয়া হবে?

উত্তরঃ জান্নাতীদেরকে জান্নাতে সর্বপ্রথম যেই খাবার দেয়া হবে তা হলো মাছের কলিজার প্রান্ত। (বুখারী, ২/৪১২, হাদীস ৩৩২৯) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় اِنْ شَآءَ الله আমরাও জান্নাতে মাছের কলিজার প্রান্ত খাবো। এখন কেউ এরূপ ভাববে যে, জান্নাতে অনেক লোক হবে তো এতগুলো কলিজার প্রান্ত কোথা থেকে আসবে, তবে তাকে নিজের জ্ঞানের ঘোড়া ছুটিয়ে উল্টাপাল্টা কাজ করার পরিবর্তে **আল্লাহ পাকের** এই বাণীকে মেনে নেয়া উচিৎ, **যাঁর** শান হলো (اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝), অর্থাৎ নিশ্চয় **আল্লাহ** সবকিছুই করতে পারে।" مَعَاذَالله তিনি অসহায় নন বরং যা ইচ্ছা করেন।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/৩৬৫)

প্রশ্নঃ "যদি দুনিয়ায় সকলেই সৎ হতো তবে জান্নাত দুনিয়াতেই হতো" এরূপ বলা কেমন?

www.dawateislami.net

উত্তর: হয়তো এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে, চারিদিকে নিরাপদ হতো আর মানুষ লুটতরাজ করতো না, কাউকে কষ্ট দিতো না আর সবাই নিরাপদ ও প্রশান্তিতে থাকতো, তবে এরূপ হওয়া যেনো দুনিয়ায় জান্নাত হওয়ার মতোই, যেমন কাশ্মিরকে জান্নাতের উপত্যকা বলা হয়। এরূপ বাক্য প্রবাদ হিসেবে বলা হয়ে থাকে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৩১৯)

প্রশ্ন: জান্নাতে কি পিতামাতা এবং ভাইবোনের সাথে থাকবে? (প্রশ্নকারী: মুহাম্মদ আমীর রযা)

উত্তর: যদি ঈমানের সাথে শেষ পরিণতি হয় এবং **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্ট হন তবে সবাই জান্নাতে একত্রে থাকবে, কেননা জান্নাতে কেউই সাধারণ হবে না। (তিরমিযী, ৪/২৪৭, হাদীস ২৫৮) যে যার সাথে সাক্ষাত করতে চাইবে তার সাথে তার সাক্ষাত হয়ে যাবে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/৩০৪, হাদীস ১১৫)

(এব্যাপারে মুফতী সাহেব বলেন:) পিতামাতার ব্যাপারে কুরআনে পাকে রয়েছে: (وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَاتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّیَّتُهُمۡ بِاِیۡمَانٍ اَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّیَّتَهُمۡ وَمَاۤ اَلَتۡنٰهُمۡ مِّنۡ عَمَلِهِمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ ؕ) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর যারা ঈমান এনেছে আর তাদের সন্তানগণ ঈমান সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি

www.dawateislami.net

তাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে মিলিয়ে দিই এবং তাদের কর্মের মধ্যে তাদেরকে কিছু কম দিইনি। (পারা ২৭, আত তূর, ২১) অর্থাৎ যদি কেউ নিচের স্তরে হয় তবে তাকে উপরের স্তরের সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/২৪৩)

প্রশ্নঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শিশুরা কি তাদের পিতামাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে?

উত্তরঃ জ্বি হ্যাঁ! অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরনকারী শিশুরা তাদের পিতামাতার সুপারিশ এবং জান্নাতের দরজায় তাদের সম্ভাষণ করবে, এমনকি অসম্পূর্ণ শিশুও (অর্থাৎ গর্ভপাতের শিশু) তাদের পিতামাতার জন্য সুপারিশ করার জন্য **আল্লাহ পাকের** সাথে উচ্চস্বরে কথা বলবে যেনো ঝগড়া করছে! অতঃপর **আল্লাহ পাক** তাদেরকে অনুমতি দিবেন আর তারা নিজের পিতামাতাকে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। (ইবনে মাজাহ, ২/২৭৩, হাদীস ১৬০৮) যদি বাস্তবতার দৃষ্টিতে দেখা হয় তবে যেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের মৃত্যুতে পিতামাতা কান্নাকাটি করতে করতে দূর্বল হয়ে যায়, এটা তাদের আখিরাতের সঞ্চয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৮/২৪৫)

প্রশ্নঃ জান্নাতে কি সন্তান হবে? (করাচি থেকে প্রশ্ন)

www.dawateislami.net

উত্তরঃ জ্বি হ্যাঁ! জান্নাতে সন্তান হবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/২৮৬)

প্রশ্নঃ প্রথম স্বামীর মৃত্যু বা তালাক ইত্যাদি অবস্থায় যেই মহিলার একের অধিক বিবাহ হয়, সে জান্নাতে কোন স্বামীর সাথে থাকবে?

উত্তরঃ যদি কোন মহিলা একের পর এক অনেক পুরুষের বিবাহে আবদ্ধ হয়েছে তবে এক অভিমত অনুযায়ী যার সাথে সর্বশেষ বিবাহ হয়েছিলো জান্নাতে তারই সাথে থাকবে। যেমনটি হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ হলো: "মহিলাদের জান্নাতে নিজের ঐ স্বামীর বিবাহে দেয়া হবে, যে দুনিয়ায় তার সবচেয়ে শেষের স্বামী ছিলো।

(মুসনাদে শামেয়িন লিত তাবারানী, ২/৩৫৯, হাদীস ১৪৯৬)

অপর এক অভিমত হলো যে, যার চরিত্র বেশি উত্তম হবে, সেই পাবে, যেমনটি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! কিছু মহিলা দুনিয়ায় দুই, তিন বা চারজন স্বামীকে (একের পর এক) বিবাহ করে থাকে, অতঃপর মৃত্যুর পর তারা জান্নাতে একত্রিত হবে, তখন সেই মহিলা কোন স্বামীর জন্য

www.dawateislami.net

হবে? ইরশাদ করেন: তাকে অধিকার দেয়া হবে এবং যেই স্বামীর চরিত্র সবচেয়ে উত্তম হবে সে তাকে গ্রহণ করবে, সে বলবে: হে আমার প্রতিপালক! আমার এই স্বামীর চরিত্র সবচেয়ে ভাল ছিলো অতএব তার সাথে আমার বিবাহ করিয়ে দাও। (মু'জামু কবীর, ২৩/৩৬৭, হাদীস ৮৭০)

এই দু'টি হাদীস ও অভিমতের মাঝে কোন দ্বন্ধ নেই। যেমনটি হযরত ইমাম আমহদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেই মহিলা একের পর এক কয়েকটি বিবাহ করেছে তবে একটি অবস্থা এমন যে, প্রত্যেক স্বামী হয়তো তাকে তালাক দিয়েছিলো আর যখন সে মারা গিয়েছিলো তখন কারো বিবাহে ছিলো না, তবে শুধু এই অবস্থায় তাকে অধিকার দেয়া হবে আর যেই স্বামীর চরিত্র দুনিয়া সবচেয় ভাল হবে সেই তাকে পাবে। যেমনটি হযরত উম্মে সালামা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। আর দ্বিতীয় অবস্থাটি হলো যে, সে অসংখ্য বিবাহ করেছে এবং শেষ স্বামী তাকে তালাক দেয়নি এবং তার বিবাহ বন্ধনেই মারা গেলো, এমতাবস্থায় সে জান্নাতে শেষ স্বামীর বিবাহ বন্ধনে হবে, যেমনটি হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর হাদীসে রয়েছে। (ফতোয়ায়ে হাদীসিয়া, ৭০-৭১ পৃষ্ঠা) (নেকীর দাওয়াত, ২৪২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আখলাক হো আচ্ছে মেরা কিরদার হো সুথরা
মাহবুব কা সদকা তু মুঝে নেক বানাদেয়

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ যে সকল মুসলমান পুরুষ ও মহিলা অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরও কি বিয়ের কোন ব্যবস্থা হবে?

উত্তরঃ যে সকল মুসলমান পুরুষ ও মহিলার জীবনে বিয়ে হয়নি, জান্নাতে তাদেরও পরস্পরের সাথে বিয়ে করিয়ে দেওয়া হবে। (নেকীর দাওয়াত, ২৪২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ পৃথিবীর জান্নাতী মহিলারা উত্তম না জান্নাতের হুরেরা?

উত্তরঃ পৃথিবীর জান্নাতী মহিলারাই জান্নাতী হুরদের চেয়ে উত্তম। বিষয়টি তাবারানীর এক দীর্ঘ হাদীসের রয়েছে: "উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরয করেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! পৃথিবীর মহিলারা উত্তম নাকি জান্নাতের বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরেরা?" উত্তরে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "পৃথিবীর মহিলারা জান্নাতের বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের চেয়ে উত্তম।" আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তা কী

www.dawateislami.net

কারণে? তিনি উত্তরে ইরশাদ করলেন: "তা তাদের নামায-রোযা ও **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করার কারণে।" (আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, ২৩/৩৬৭, হাদীস ৮৭০) অপর একটি হাদীস শরীফে রয়েছে: "পৃথিবীর মহিলারা যারা জান্নাতবাসী হয়েছে তারা হুরদের তুলনায় হাজার গুণে উত্তম।" (আত তাযকিরাতুল কুরতুবী, ৪৫৮ পৃষ্ঠা) প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত হাব্বান বিন আবু জাবালা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: 'পৃথিবীর যে সকল মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা নিজেদের নেক আমলের কারণে জান্নাতের হুরদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' (তাফসীরে কুরতুবী, ২৭তম পারা, আর রহমান, ৭০ নং আয়াতের পাদটীকা, ৯/১৩৭) (নেকীর দাওয়াত, ২৪২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: আমরা শুনেছি যে, জুলেখা বৃদ্ধা হয়ে জান্নাতে যাবে। এটা কি সত্যি?

উত্তর: জুলেখা পূর্বে মুসলমান ছিলো না, কিন্তু পরবর্তীতে বৃদ্ধা হয়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। জুলেখার হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি ভালবাসা ছিলো, কিন্তু তাঁর জুলেখার প্রতি ভালবাসা ছিলো না। যারা نَعُوْذُ بِاللهِ তাঁকে রূপক প্রেমে আসক্ত বলে থাকে তারা নবীর শানে অপমান করে থাকে এবং নবী শানে অপমান করা কুফরী। (বাহারে শরীয়ত, ১/৪৭, ১ম অংশ) নবী এরূপ কাজ করেন না। প্রেম শুধু জুলেখার পক্ষ

www.dawateislami.net

থেকে ছিলো আর One Sided অর্থাৎ এক তরফা প্রেম ছিলো। জুলেখা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো এবং তার সৌন্দর্যও চলে গিয়েছিলো, কিন্তু পরবর্তীতে সে মুসলমান হলো, তার সাথে হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর বিবাহ হলো এবং তাঁর সৌন্দর্যও ফিরে এলো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার **"পর্দার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর"** কিতাবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আর রইলো এই প্রশ্ন যে, জান্নাতে জুলেখা বৃদ্ধা হয়েই যাবে, তো এই বিষয়টি সত্য নয়, কেননা জান্নাতে সবাই যুবক যুবতী হবে, এমনকি একদিনের শিশুও যদি জান্নাতে যায় তবে সেও যুবক হবে আর ১০০ বছরের বৃদ্ধ জান্নাতে গেলে সেও যুবক হবে। সকল জান্নাতীকে ৩০ বছরের মনে হবে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৮৫) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২৪৭ম পর্ব, ২৭ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا জান্নাতী জাওয়ানদের সর্দার নাকি যুবকদের সর্দার?

উত্তরঃ "জাওয়ান" এর অর্থ বাহাদুর অর্থাৎ যারা লড়াইয়ের ব্যাপারে শক্তিশালী আর যুদ্ধে অকুতোভয়ে লড়াই করে তাদেরকে জাওয়ান বলা হয়। (সাওয়ানেহে কারবালা, ১০৪ পৃষ্ঠা) এই কারণেই অনেক ৬০ বা ৭০ বছরের বৃদ্ধকেও কিতাবে

www.dawateislami.net

জাওয়ান লিখা হয়ে থাকে। অন্যথায় মানুষ ৩০ বছর পর্যন্ত যুবক থাকে, এরপর যৌবন ফুরিয়ে যেতে শুরু করে। হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا জান্নাতী যুবকদের সর্দার, অথচ জান্নাতে সকলেই জাওয়ান হবে, কিন্তু জান্নাতী যুবকদের সর্দার হওয়ার উদ্দেশ্য হলো যে, হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হলেন তাদের সর্দার, যারা দুনিয়ায় যুবক অবস্থায় ইন্তিকাল করেছে।[১] অন্যথায় উর্দূতে জাওয়ান শব্দটি যুবক ও জাওয়ান উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়, এতে পার্থক্য নেই। এই কারণে জাওয়ানী বলা হয়, যৌবন বলা হয়না, যেমন বলা হয় যে, ভরা জাওয়ানীতে চলে গেলো।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/৯৯)

প্রশ্নঃ হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا জান্নাতে যুবকদের সর্দার হবে তবে বৃদ্ধদের সর্দার কে হবেন? (আরসালান, গুজরাঁওয়ালা)

---

১. হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যারা যৌবনে মৃত্যুবরণ করে এবং জান্নাতী হয়, তবে হাসানাঈন করীমাঈন তাদের সর্দার, অন্যথায় জান্নাতে তো সকলেই যুবক হবে অতএব এতে এটা আবশ্যক নয় যে, হযরত হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বা অন্যান্য নবীদেরও সর্দার হবেন। শা'ব হলো শাবাবের বহুবচন, অর্থ হলো যুবক, যৌবনের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪৭৫)**

www.dawateislami.net

উত্তরঃ সর্বপ্রথম তো এটা স্মরণে রাখুন যে, জান্নাতে সকল জান্নাতীই ৩০ বছর বয়সের হবে। (তিরমিযী, ৪/২৪৪, হাদীস ২৫৫৪) তবে দুনিয়ায় যারা বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, জান্নাতে তাদের সর্দার হযরত সিদ্দিকে আকবর এবং হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হবেন।

(তিরমিযী, ৫/৩৭৬, হাদীস ৩৬৮৫) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/১৮৬)

প্রশ্নঃ মহিলারা কি এই দোয়া করতে পারবে যে, তার যেনো জান্নাতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসীব হয়ে যায়?

উত্তরঃ নিশ্চয় মহিলারা জান্নাতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব চাইতে পারবে বরং চাওয়া উচিৎ। যদি জান্নাতে কোন সৌভাগ্যবানের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসীব হয়ে যায় তবে তার তো চরম সৌভাগ্য। আহ! যেনো আমরাদেরও জান্নাতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসীব হয়ে যায়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/৯৫)

প্রশ্নঃ আপনি বলেছেন যে, জান্নাতে **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব পাওয়ার দোয়া করা উচিৎ কিন্তু **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অসংখ্য উম্মত যাদের মধ্যে

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর পাশাপাশি অনেক বড় বড় মনিষী রয়েছে, এমতাবস্থায় এত বেশি উম্মতের কিভাবে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসীব হবে?

উত্তরঃ মনে রাখবেন! জান্নাতে কারো দুঃখ ও বেদনা থাকবে না আর রইলো জান্নাতে এতো বেশি উম্মতের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব পাওয়া, তো এর কিছু উদাহরণ দুনিয়াতেই বিদ্যমান রয়েছে, যেমন; হযরত গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে কেউ তার ঘরে এসে ইফতার করার দাওয়াত দিলো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তা গ্রহণ করে নিলেন, অতঃপর অন্য কেউ এসে ইফতারের দাওয়াত দিলে, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাও গ্রহণ করলেন। এমনকি ৭০জন মুরীদ তাঁকে নিজের ঘরে ইফতার করার দাওয়াত দিলো এবং তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সবার দাওয়াত গ্রহণ করে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, প্রত্যেক মেজবান (দাওয়াতকারী) বলছিলো যে, সেই দিন গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমার ঘরেই ইফতার করেছেন, আশ্চার্যে বিষয় হলো যে, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেইদিন তাঁর আস্তানা থেকে কোথাও যাননি বরং সেখানেই ইফতার করেছেন। **(তাফরীহুল খাতির, ১১২ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

গেয়ে ইক ওয়াক্ত মে সত্তর মুরীদোঁ কে ইহা আক্বা
সমঝ মে আ'নেহী সাকতা মুয়াম্মা গাউসে আযম কা

(কাবালায়ে বখশীশ, ৯৪ পৃষ্ঠা)

শুনলেন তো আপনারা! গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিভাবে একই সময়ে ৭০টি জায়গায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তো অনুমান করুন, যদি উম্মতের শান এমন হয় তবে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্ব ও শানের কি অবস্থা হবে। **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি জান্নাতে তাঁর কোটি কোটি উম্মতকে প্রতিবেশিত্ব দিতে পারবেন না!

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পাশে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) হযরত আব্দুল আযীয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জান্নাতুল ফেরদৌস জান্নাতে অনেক বড় দরজা কিন্তু **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতুল ফেরদৌসেরও উচ্চ স্থানে তাশরীফ নেয়া অবস্থায় থাকবেন এবং স্নেহ প্রদর্শন করে নিজের উম্মতদের নিকট তাশরীফ নিয়ে আসবেন। (আল আবরীয, ২/৩২৪) (এতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) এরূপ বলা যে, "**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উচ্চ স্থানে তাশরীফ নেয়া অবস্থায় থাকবেন" এর পরিবর্তে এরূপ বলা আরো বেশি সুন্দর যে, "**প্রিয় নবী**

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেখানে তাশরীফ নিবেন সেই জায়গা উত্তম হয়ে যাবে।" (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৬/৯৬)

প্রশ্নঃ জান্নাতে কি শরীরে পশম (লোম) থাকবে না?

উত্তরঃ জান্নাতে শুধু মাথা, চোখের পলক এবং ভ্রুতে চুল থাকবে, এছাড়া জান্নাতীদের শরীরে আর কোথাও চুল বা পশম থাকবে না।

(বাহারে শরীয়ত, ১/১৫৯, ১ম অংশ) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/২৯১)

প্রশ্নঃ জান্নাতীরা পরস্পর কিভাবে সাক্ষাত করবে?

উত্তরঃ জান্নাতীরা অবশ্যই একে অপরের সাথে সাক্ষাত করবে। তাদের নিকট বাহন থাকবে, যখন কারো সাথে সাক্ষাত করতে চাইবে তখন সেই বাহন উড়িয়ে নিয়ে যাবে। (কিতাবুল আযমাতি, ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬১২) **আল্লাহ পাকের** দয়ায় না বাহনে ভয় থাকবে, পরে যাওয়া, ব্যাথা পাওয়ার, না নাড়া দিয়ে ভয় দেখাবে, কেননা জান্নাতে না কোন ভয় থাকবে না কোন আতঙ্ক, না কোন কষ্ট থাকবে না কোন রোগ, না কাঁশি হবে না সর্দি আর না এমন কোন ঠান্ডা। সেখানে তো রহমতই রহমত, সহজতাই সহজতা আর সুবিধাই সুবিধা। জান্নাতে এমন এমন জিনিস এবং নেয়ামত রয়েছে যা আমরা

www.dawateislami.net

কল্পনাও করতে পারি না। আহ! এই সুন্দর জান্নাতকে পাওয়ার জন্য আমরা সবাই যেনো নেকী অর্জনকারী, গুনাহ থেকে বিরত এবং নিয়মিত পাক্কা নামাযী হয়ে যাই। কনকনে শীতেও শয়তান লাখো অলসতা দিবে কিন্তু শয়তানকে ধাক্কা দিয়ে নামায আদায়কারী হয়ে যাই।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/৪৫১)

প্রশ্নঃ এই বিষয়টি সঠিক যে, প্রতিটি আনারে (ডালিম) একটি জান্নাতী দানা থাকে?[১]

উত্তরঃ আনারের ব্যাপারে এই বিষয়টি প্রসিদ্ধ যে, প্রত্যেক আনারে একটি দানা জান্নাতী হয়ে থাকে, যেমনটি হযরত হামীদ বিন জা'ফর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর পিতা থেকে উদ্ধৃত করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا আনারের প্রতিটি দানা খেয়ে নিতেন, কেউ এর কারণে জানতে চাইলে বললেন: আমি জানতে পেরেছি যে, পৃথিবীতে কোন আনারের গাছ এমন নেই যাতে ফল দানের উপযুক্ত করার জন্য এতে জান্নাতী আনারের দানা দেয়া হয়না, তো হয়তো এটাই সেই দানা। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৩৯৮, হাদীস ১১৩৯। আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে, ১/৫৬৬-

১. এই প্রশ্নটি সাপ্তাহিক পুস্তিকা বিভাগের পক্ষ থেকে করা হয়েছে আর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাতই প্রদান করেছেন।

www.dawateislami.net

৫৬৭) অর্থাৎ আনারের সম্পূর্ণ গাছকে ফলন্ত বানানোর জন্য এতে একটি জান্নাতী আনারের দানা দেয়া হয়, তাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا আনারের প্রতিটি দানা খেয়ে নিতেন যে, হয়তো সেই জান্নাতী দানা যা এই আনারে রয়েছে তা আমার নসীব হয়ে যায়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/৩৪৮)

প্রশ্নঃ জান্নাতীদের কি ঘাম আসবে? (প্রশ্নকারী: আসমা আত্তারীয়া)

উত্তরঃ سُبۡحٰنَ اللّٰہ! জান্নাতে জান্নাতীদের যেই ঘাম আসবে তা এমন সুগন্ধময় হবে যে, তা মুশকের ন্যায় সুগন্ধি হবে।

(মুসলিম, ১১৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৮৩৫) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১৯৭ পর্ব, ৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রশ্নঃ স্বামী স্ত্রী উভয়ে কি জান্নাতে একত্রে থাকবে?

উত্তরঃ জ্বি হ্যাঁ! যদি স্বামী স্ত্রীর শেষ পরিণতি ঈমানের উপর হয় তবে তারা উভয়ে জান্নাতে একত্রে থাকবে। **(আত তাযকিরাতু বি হাওয়ালুল মাওতি ও উমুরিল আখিরাতি, ৪৬২ পৃষ্ঠা)** যদি তাদের মধ্যে কারো مَعَاذَ اللّٰہ ঈমান রক্ষা না হয় তবে দোযখ তার ঠিকানা হবে এবং যে জান্নাতে যাবে তার সাথে অন্য কোন জান্নাতীর

www.dawateislami.net

বিবাহ হয়ে যাবে। জান্নাতে গমনকারী নিজের অপর অংশীদারকে না পাওয়ার কোন দুঃখও হবে না, কেননা জান্নাত দুঃখ ও বেদনার জায়গা নয়।

(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা, ৮ম পর্ব, ৩০ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ জান্নাতে পুরুষরা হুর পাবে, তো মহিলারা কি পাবে?

উত্তরঃ মহিলারা জান্নাতে তাদের সেই স্বামীকে পাবে যার সাথে সে বিবাহ বন্ধনে ছিলো, তবে শর্ত হলো স্বামীকেও জান্নাতী হতে হবে। যদি কোন মহিলার স্বামী জান্নাতে যেতে না পারে তবে অন্য কোন জান্নাতী পুরুষের সাথে বিবাহ দেয়া হবে। অনুরূপভাবে যে মহিলা অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তারাও জান্নাতে কোন পুরুষের বিবাহ বন্ধনে চলে যাবে। এছাড়াও জান্নাতের নেয়ামত, যেমন; প্রাসাদ, পোশাক, খাবার এবং সুগন্ধি ইত্যাদি পুরুষ ও মহিলাদের একই, তবে **আল্লাহ**র দীদারে মতানৈক্য রয়েছে আর সঠিক হলো যে, উভয়েরই হবে। (ফতোয়ায়ে আহলে সুন্নাত, ৭ম পর্ব, ২৪ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা, ৩১তম পর্ব, ৩ পৃষ্ঠা)

বিঃদ্রঃ- শেষের দু'টি প্রশ্ন ফয়যানে মাদানী মুযাকারা থেকে নেয়া হয়েছে, যাতে প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজন করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

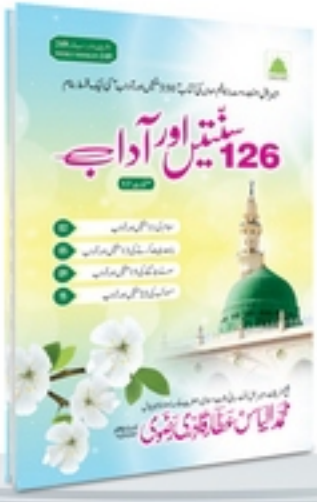

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net